EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য ব্র্যান্ডট/ অনন্ত জয়েন্ট ভেঞ্চার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ইজুমি রেস্তরাঁ
৮ই অক্টোবর, ২০১২

মার্টিন ট্রাস্ট, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ব্যান্ডট ইন্টারন্যাশনাল
শরিফ জহির, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অনন্ত গ্রুপ
এইচ ই সরৎ ভেরগোদা, শ্রীলংকার হাই কমিশনার
উপস্থিত জয়েন্ট ভেঞ্চার অংশীদারগণ
সহকর্মী ও বন্ধুরা

অংশীদার..অংশীদার.. আমেরিকা, বাংলাদেশ এবং অন্যন্য দেশের সাথে অংশীদার.. অংশীদার একসাথে কাজ করার, অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের, প্রযুক্তি বিনিময়ের.. আমি বিশ ।বাস করি এধরণের অংমীদার গুরুত্বপূর্ণ যদি বাংলাদেশ তৈরী পোশাক ও আবাসন বস্ত্র শিল্পে বিশ্বের সবৃবৃহৎ রপ্তানিকারক হতে চায়।

আমি, গর্বিত যে আমেরিকার ব্যবসা এই অংশীদার গঠনে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্র্যান্ডট ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু উচ্চ পর্যায়ের পণ্য প্রস্তুত করে তাই স্বাভাবিকভাবেই এরা বাংলাদেশের অংশীদার। ব্র্যান্ডট এর প্রতিষ ।টাতা ও প্রেসিডেন্ট মার্টি ট্রাস্ট পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের কিংবদন্তি। আমি মার্টিকে এই চমৎকার বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানাই।

১৯৭০ সাল একটি বিশেষ বছর এই বছওে আমি আমার বাড়ি আইওয়া ছেড়ে প্রথমবারের মত বিদেশে পাড়ি জমাই নেপালে, যেখানে আমি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য প্রত্যন্ত গ্রামের এক পরিবারের সাথে থাকি। যখন আামি নেপালে সিজেকে অবিষ্কার কাছিলাম তখন মার্টি ট্রাস্ট তার দৃষ্টি আরো উপওে উঠিয়ে ১৯৭০ সালে মাস্ট শিল্প প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাকে তিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ পোশাক শিল্প প্রস্তুতকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠত করেন। বাস্তবিক পোশাক শিল্পে তার অবদান লিখতে গেলে অনেক পৃষ্ঠা চলে যাবে .. কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্টি ট্রাস্ট বাংলাদেশে এসেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমাকে আমার বন্ধুরা বলেন আমেরিকার বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি বাংলাদেশে আনতে। এটি আসলে খুবই অবাককর প্রশ্ন। আমার কাছে ব্যভাপরটি অনেকটা নিউ ইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়া এবংয় এর মধ্যেকার জায়গায় গিয়ে রাস্তা থেকে ব্যবসায়ী ও বস্তা ভর্তি প্রযুক্তি গ্যাজেট ভওে ভওে বাংলাদেশের নিয়ে আসার মত ব্যাপার। আসলে কোন রাষ্টদূতের কথায় কোর বিনিয়োগকারী কোথাও যান না। না.. আমেরিকান বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আসবে যখন এখানে আসাটা তাদের জন্য যথাযথ মনে হবে। .. এবং তারা আসছে। এইতো হত সপ্তাহে জেফ ইমেল্ট বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কোম্পনি জিই এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশে এসিছিলেন.. ফ্রিকোয়েন্ট ফ্লাইয়ার মাইল পেতে নয় কারণ এখানে আসাটা তাদের জন্য ব্যবসাীয়কভাবে লাভবান মনে হয়েছে।

আজকে , আন্তর্জাতিক পোশাক শিল্প খ্যাত মার্টি ট্রাস্ট এখানে এসেছেন ..তিনি এখানে কারণ এখানে আসাটার তাৎপর্য রয়েছে এবং অনন্ত গ্রুপ এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে অংশীদারী হয়ে তিনটি নতুন জয়েন্ট ভেঞ্চার শুরু করেছেন।

নিশ্চিত থাকতে পারেন মার্টি'র বাংলাদেশে আসাটা পোশাক শিল্প বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। যেখানে মার্টিন ট্রাস্ট যায় অন্যরা অবশ্যই অনুসরণ করে।

==========

বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত